তারিখ 16 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

হাইকোর্টের রুল

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ আইন কেন বেআইনি নয়

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ আইন এবং এ আইনের অধীনে ২০০৫ সালে প্রণীত বিধিমালা কেন সংবিধান বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শাতে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে আইন সচিব, শিক্ষা সচিব ও বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ কর্তৃপক্ষ নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। বিচারপতি ফরিদ আহমদ ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও সনদ আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন মো. আনোয়ার হোসেন। তিনি ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আবেদনে বলা হয়, যে কোনো শিক্ষক পদে আবেদনের জন্য পূর্বশর্ত হিসাবে এমনিতেই শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা থাকে। এর পরেও এই আইনের মাধ্যমে নিবন্ধন পরীক্ষার নিয়ম করা হয়েছে। যদিও এই পরীক্ষাও চাকরির নিশ্চয়তা দেয় না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সনদের মেয়াদ থাকে আবার পাঁচ বছর। এই সময়ের মধ্যে কেউ চাকরি না পেলে তাকে আবার পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। রিটকারী নিজেও ২০০৬ সালে নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি কোনো চাকরি পাননি। দুটি পরীক্ষায় অংশ নেয়াটা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আদালতে রিটকারীর পক্ষে এডভোকেট এবিএম নুরুল ইসলাম এবং রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি এটর্নি জেনারেল এডভোকেট মো. মোতাহার হোসেন সাজু শুনানি করেন।